মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে ৮শ গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি যক্ষ্মা রোগীদের সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, ব্র্যাকের রিডিং ক্লাস কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে গাছের চারা বিতরণে অংশ নেন।

পরিদর্শনকালে ইউএনও বাবলু সূত্রধর ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাকের উদ্যোগে এদিন মেহেরপুর সদর উপজেলায় সাধারণ মানুষের মাঝে ৩০০টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৮০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত চারার মধ্যে ছিল আম, নারিকেল, লিচু, কাঠবাদাম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ।

এ সময় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ব্র্যাকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, জেলা ব্যবস্থাপক (টিবি কন্ট্রোল কর্মসূচি) অচিন্ত্য কুমার বোস, উপজেলা হিসাব ব্যবস্থাপক দেবব্রত কুমার দাস, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মো. আইয়ুব, শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মাহমুদুল হাসানসহ ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর নির্বাচিত হলেন মেহেরপুরের সাইদুল হক রানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের কৃতি সন্তান মো. সাইদুল হক রানা প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ এর বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেনিং সেন্টারে (ইউপিইটিসি) ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

তার এ সাফল্যে পরিবার, সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নিজ এলাকার মানুষের মধ্যে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

মো. সাইদুল হক রানা মনোহরপুর গ্রামের একজন সুপরিচিত ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব। তিনি সাবেক ছাত্রনেতা এবং জেলা বিএনপির সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও পেশাজীবী নেতা নাজমুল হক লিটনের মেজ ভাই।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। কর্মজীবনে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

বিচারপ্রার্থীকে থামানো, বিচারব্যবস্থাকেই আঘাত করার শামিল

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বাঁধা বিএনপির নেতার শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনের সংবাদটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সংবাদটিতে তুলে ধরা হয়েছে, একজন নারীর উপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা নয়— এটি বিচারপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে

সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা।

একজন ধর্ষণ মামলার বাদী, যিনি আদালতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে পথেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে— লাঠিসোটা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, দোকানে তালাবদ্ধ করে। এই কাজটি যিনি করেছেন, তিনি নিজেকে আইনের চেয়ে বড় মনে করেন বলেই করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম খোকন একজন স্থানীয় বিএনপি নেতা। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ের আগে তাঁর এই কাজের পরিচয় হলো— তিনি একজন ধর্ষণের আসামির পক্ষে দাঁড়িয়ে ভুক্তভোগীকে নিপীড়ন করেছেন। নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে তাকে “ডেকে আনা হয়েছিল”— অর্থাৎ এটি পরিকল্পিত। আর সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল একটাই: বিচারকক্ষে পৌঁছানোর আগেই ভুক্তভোগীকে ভেঙে দাও।

আরও উদ্বেগজনক হলো নুর ইসলামের ঔদ্ধত্য। নির্যাতনের পর তিনি বলছেন “সামাজিক সালিসই সঠিক”— যেন ধর্ষণের বিচারও পাড়ার মোড়লদের টেবিলে হওয়া উচিত। এই মানসিকতা আমাদের সমাজে নতুন নয়, কিন্তু এটি যতদিন প্রশ্রয় পাবে, ততদিন ভুক্তভোগী নারীরা আদালতের পথে একা হাঁটতে ভয় পাবেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন যথার্থই বলেছেন— সালিসের নামে মারধর ফৌজদারি অপরাধ। কিন্তু কথায় নয়, তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ দিতে হবে কাজে। দলীয় ছত্রছায়ায় যারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায়, তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান সাংগঠনিক ব্যবস্থা না নিলে এই কথা কেবল আনুষ্ঠানিকতাই থাকবে।

এদিকে, পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে, তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। এটুকু যথেষ্ট নয়। দ্রুত গ্রেপ্তার, সুষ্ঠু তদন্ত এবং আদালতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এই মামলার ফলাফল শুধু একজন নারীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে না— এটি সমাজকে একটি বার্তা দেবে যে বিচারপ্রার্থীকে থামানোর মূল্য দিতে হয়।

হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকা সেই নারী আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন বলেই আদালতে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সেই আস্থার প্রতিদান দেওয়া।

[redacted]

[redacted]

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, চারদিকে মাদক ও অনলাইন জুয়ার বিস্তার উদ্বেগজনক। যুবসমাজকে এসব সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রয়োজন। তিনি আগামীতে ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব মাহমুদুল হাসান মিলন, নির্বাহী সদস্য জাহিদুল হক, মিজানুর রহমান মঞ্জু, নাজমুস সাদাত বুড়ো, শাহিনুর রহমান রিটন, আব্দুস সালাম, হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

পরে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের মাঝে সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটে।

এর আগে টুর্নামেন্ট উপলক্ষে গত শুক্রবার রাতে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জার্সি ও ট্রফির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা, সাবেক রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলম এবং পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এছাড়াও পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম, এনসিপির জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ, জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সদস্য হাফিজুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, এমকেএসপির পরিচালক শাহিনুর রহমান রিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সম্প্রতি খুলনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খুলনা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হওয়া মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরে অতিথিরা টুর্নামেন্টের জার্সি ও ট্রফির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগর মাঠ থেকে ৫টি ট্রান্সমিটার চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মাঠ থেকে ৫টি সেচ ট্রান্সমিটার চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরচক্র এসব ট্রান্সমিটার চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা হলেন উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, আনারুল ইসলাম, সাহাজান আলী ও চঞ্চল হোসেন। তাদের ব্যবহৃত ৫টি ট্রান্সমিটার মাঠ থেকে চুরি হয়েছে।

রোববার সকালে কৃষকরা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠে গিয়ে ট্রান্সমিটারগুলো না পেয়ে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। পরে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা জানান, ট্রান্সমিটার চুরি হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত

বার্ষিকীতে জেলা বিএনপির নানা কর্মসূচি

সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও পৌর এলাকায় দোয়া মাহফিল, খাবার বিতরণ এবং আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণখাদ্য বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের স্বজন এবং পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এছাড়া মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে দিনব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আশরাফপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ করা হয়। একইভাবে আমদহ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বামনপাড়া বিএনপির পক্ষ থেকেও দোয়া ও খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন, দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের মাঝে খাবার

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে পৌর বিএনপির আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর বিএনপির আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন, দেশপ্রেম, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই বিএনপির নেতাকর্মীরা দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ ব্যাচের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকৌশলী মোঃ শহিদুল্লাহকে সভাপতি এবং প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেককে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট তিন বছর মেয়াদী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্হার গঠনতন্ত্রের আদর্শ ও লক্ষ্য সমন্নুত রেখে একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। মেহেরপুরে ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশ স্কুল এন্ড কলেজ, তিনটি চক্ষু শিবির, দুটি স্বাস্থ্যশিবির, আন্ত উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট, তাদের শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র কৃতি শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান, দরিদ্র অসহায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে খাদ্য ও কম্বল বিতরণ, দেশবরেণ্যের লোক শিল্পী মরহুম ফরিদা পারভীনকে নিয়ে মেহেরপুর শামসুজ্জোহা পার্কে সাংস্কৃতিক উৎসব বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সংগঠনটি জননন্দিত ও সুনাম অর্জন করেছে।

আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা আসাদুল্লাহ খাঁনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান।

বিসিবির জেলা প্রতিনিধি হাসিবুর জামান স্বপনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন, স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি গুরুদাস হালদার।

আরো বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা কাজি মিজান মেনন, মাজেদ রহমান, সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহির হোসেন চঞ্চল, জাসাসের জেলা সভাপতি বাকা বিল্লাহ।

অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মরহুমা সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমানের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।